প্রথম আলো

ভর্তি

গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সময় আবার বৃদ্ধি, আসন ফাঁকা ৪২০

লেখা: রবিউল আলম, ইবি

প্রকাশ: ১৯ জুলাই ২০২৬, ১১: ২২

২০টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত ভর্তির সময়সীমা ২১ জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে *ছবি : প্রথম আলো*

গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) ২০টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত ভর্তির সময়সীমা ২১ জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির কারণ বিবেচনায় যেসব শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে ভর্তি হতে পারেননি, তাঁরা এই বর্ধিত সময়ের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে পারবেন। বর্তমানে গুচ্ছের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সর্বমোট ৪২০টি আসন ফাঁকা রয়েছে।

গতকাল শনিবার গুচ্ছভুক্ত ভর্তি কমিটির জরুরি সভায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন পরীক্ষা কমিটি সদস্যসচিব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মনজুরুল হক।

গতকাল বিকেলে পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে এম মতিনুর রহমানের সভাপতিত্বে জরুরি আলোচনা সভা হয়। সভায় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে দুর্যোগের কারণে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের বড় একটি অংশই ফাঁকা রয়েছে। তাই ২১ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভর্তি কমিটি।

ভর্তি কমিটির সদস্যসচিব বলেন, চলমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের যাতায়াত ও যোগাযোগে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটেছে। ফলে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই নির্ধারিত সময়ে সশরীর উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষার্থীদের এই মানবিক সংকট বিবেচনা করেই ভর্তি কমিটি সময়সীমা ২১ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে গুচ্ছের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যে ৪২০টি আসন খালি রয়েছে, তার বড় একটি অংশই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাঁকা রয়েছে।

অধ্যাপক মনজুরুল হক আরও বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো মোট ৩৬টি আসন খালি রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫টি মেধাভিত্তিক আসন এবং ১টি কোটাভিত্তিক আসন ফাঁকা রয়েছে। নতুন এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট থাকা শিক্ষার্থীরা এই সময়ের মধ্যে তাঁদের চূড়ান্ত ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ পাবেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত অতিবর্ষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর কমিটির সভার (১২ জুলাই) সিদ্ধান্ত মোতাবেক চূড়ান্ত ভর্তি কার্যক্রম ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে বলে অফিশিয়াল নোটিশ দেয় কর্তৃপক্ষ। এরপর মানবিক কারণে আবারও সময়সীমা বর্ধিত করা হয়।

এদিকে জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত ভর্তি ও মাইগ্রেশন-সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে প্রাথমিক ভর্তি নিশ্চায়নের সময় জমাকৃত মূল নম্বরপত্র প্রার্থীকে নিজ দায়িত্বে জমাকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তোলন করে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে। মূল নম্বরপত্র উত্তোলনের সময় কাগজ জমাদানের মূল Acknowledgement Slip (Applicant Copy) নিয়ে প্রার্থীকে স্বশরীর উপস্থিত হতে হবে।

* প্রাথমিক ভর্তির সময় পরিশোধিত ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ভর্তি ফি-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অবশিষ্ট ফি প্রদান করতে হবে।

* ভর্তি পরীক্ষার সময় পরিদর্শক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত মূল প্রবেশপত্রসহ ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বশরীর উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক চূড়ান্ত ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

* চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়: বিশ্ববিদ্যালয় মাইগ্রেশনের আর কোনো সুযোগ থাকবে না। ভর্তিকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সাবজেক্ট মাইগ্রেশন বন্ধ করতে চাইলে, তা (Stop All Migration) অবশ্যই আগামী ২১/০৭/২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো